অর্থ মন্ত্রণালয়

# বাৎসরিক বাজেট

২০০২-২০০৩

## বাজেট বক্তৃতা

**মোঃ সাইফুর রহমান**
**মন্ত্রী**
**অর্থ মন্ত্রণালয় এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়**

## (প্রথম পর্ব)

ঢাকা

২৩শে জ্যৈষ্ঠ; ১৪০৯ বঙ্গাব্দ
৬ই জুন; ২০০২ খ্রিষ্টাব্দ

**বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম**

জনাব স্পীকার,

আপনার সদয় অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সংসদের বিবেচনার জন্য ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেট এবং ২০০১-০২ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট পেশ করছি। এবারের বাজেট নিয়ে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী হিসাবে আটবার এই মহান সংসদে জাতীয় বাজেট উপস্থাপন করার বিরল সুযোগ পেয়ে আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করছি। এবারের বাজেট মহান জাতীয় সংসদে উপস্থাপন করার প্রাক্কালে আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি মুক্তিযুদ্ধের মহান ঘোষক শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে যিনি ছিলেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুদ্ধারের দূরদর্শী রাজনৈতিক প্রবক্তা, গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের বিচক্ষণ উদ্ভাবক ও জাতীয় ঐক্যের ধারক। তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ধর্ম, বর্ণ ও গোষ্ঠী নির্বিশেষে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আমরা প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম বহুদলীয় গণতন্ত্র; বাংলাদেশকে একটি আত্মমর্যাদাশীল দেশে পরিণত করার জন্য আমরা সূচনা করেছিলাম উন্নয়নের রাজনীতি; দারিদ্রমুক্ত দেশ গড়ে তোলার জন্য গৃহীত হয়েছিল ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মসূচী।

জনাব স্পীকার,

২ \ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে দেশ যখন অর্থনৈতিক মুক্তি ও দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলছিল তখনই ষড়যন্ত্রকারীদের হাতে তিনি মর্মান্তিকভাবে শাহাদাত বরণ করেন। আজ থেকে একুশ বছর আগে ১৯৮১ সালে এই একই দিনে আমি মহান সংসদে বিএনপি সরকারের পক্ষে বাজেট পেশ করেছিলাম। আমি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি ২৯ মে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান চট্টগ্রাম যাত্রার প্রাক্কালে সকাল ৮ টায় আমাকে বাজেট

সম্পর্কে তাঁর সর্বশেষ দিক নির্দেশনা প্রদান করেছিলেন এবং বলেছিলেন চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় প্রত্যাবর্তনের পর তিনি আমার সঙ্গে পুনঃআলোচনা করে বাজেট চুড়ান্ত করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, সে আলোচনার সুযোগ আমি আর পাইনি। চক্রান্তকারীরা ভেবেছিল তাঁকে হত্যা করে জাতির অর্থনৈতিক মুক্তি ও গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অগ্রযাত্রাকে তাঁরা স্তব্ধ করে দিতে সক্ষম হবে। কিন্তু তাঁদের সেই দুরাশা সফল হয়নি। জাতির সেই ক্রান্তি লগ্নে জনগণের অভিপ্রায়কে সম্মান জানিয়ে নেতৃত্বের শূন্যতা পূরণ করতে এগিয়ে আসেন বেগম খালেদা জিয়া। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের হাল ধরে তিনি তাঁর অসামান্য যোগ্যতায় এবং এক যুগেরও বেশি অক্লান্ত পরিশ্রমে ও সাহসী নেতৃত্বে এই দলটিকে এ দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের আকাংখার প্রতীকে পরিণত করেন। স্বৈরাচারী অপশক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ আন্দোলনে তাঁর অবিচল ও দৃঢ় নেতৃত্ব জাতিকে অপরিসীম প্রেরণা যুগিয়েছে। গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বেগম খালেদা জিয়ার সেই সুদৃঢ় ও আপোষহীন ভূমিকার প্রতিদান হিসাবে জাতি **১৯৯১** সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলকে দেশ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করে। তাঁর সফল নেতৃত্বে বহুদলীয় গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় আমরা ঈর্ষণীয় সফলতা অর্জন করতে সক্ষম হই।

৩ \ কিন্তু চক্রান্তকারীরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠে। সমস্ত গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে দেশে নজিরবিহীন নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হয়। আমরা সেদিন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অক্ষুন্ন রাখার স্বার্থে যে সহনশীলতা প্রদর্শন করেছিলাম ইতিহাস তার যথার্থ মূল্যায়ন করবে। দেশ ও জাতির প্রতি আন্তরিক অঙ্গীকারের মূল্যায়ন করে জনগণ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় আমাদের আবার বিজয়ী করে বেগম খালেদা জিয়ার সফল নেতৃত্বের প্রতি অকুণ্ঠ আস্থা পুনর্ব্যক্ত করেছে। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের মহান আদর্শ ও ধ্যান-ধারণার আলোকে তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

জনাব স্পীকার,

৪ \ ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাব মহান জাতীয় সংসদে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করার পূর্বে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক যে প্রেক্ষাপটে এই বাজেট প্রণীত হয়েছে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি পেশ করতে চাই। বর্তমান শতাব্দীর উষালগ্নের ২০০১ বছরটি সমগ্র বিশ্বের জন্য ছিল দুর্যোগপূর্ণ। পরপর সাত বছর উচ্চহারে প্রবৃদ্ধি অর্জনের পর এই বছর বিশ্বে অর্থনৈতিক মন্দা প্রকট হয়, ফলে বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ১.২ শতাংশে নেমে আসে। স্থূল উৎপাদের এই অবনতি একইভাবে সংঘটিত হয়েছে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে। এ বছরের বিশ্ব বাণিজ্যে বিগত বছরের তুলনায় ১ শতাংশ ঋণাত্মক প্রবৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়েছে। ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে তীব্রতর সংকটময় অবস্থার সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক মন্দা বিগত বছরে বিশ্বজুড়ে সৃষ্টি করে গভীর হতাশা। তবে আশার বিষয়, বিশেষজ্ঞদের মতে আগামী বছরে সার্বিকভাবে বিশ্বের প্রবৃদ্ধি ৩.৬ শতাংশে এবং উন্নয়নশীল দেশের প্রবৃদ্ধি ৫.০ শতাংশে উন্নীত হবে।

৫ \ বাংলাদেশে এই অর্থ বছরটিতে তিনটি সরকার ক্ষমতাসীন ছিল। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পরিচালনায় ১লা অক্টোবর ২০০১-এ অনুষ্ঠিত অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে বর্তমান জোট সরকার দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে ১০ই অক্টোবর ২০০১-এ রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আমি বাংলাদেশের জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সরকারকে এই বিপুল ও অবিস্মরণীয় ম্যান্ডেট দেয়ার জন্য। সমগ্র বিশ্বে রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক মন্দা এবং দেশে তার স্বয়ংক্রিয় নেতিবাচক প্রভাবের প্রেক্ষাপটে এই নতুন সরকারকে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় তা ছিল অত্যন্ত নাজুক এবং ভারসাম্যহীন। আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ত্যাগের

প্রাক্কালে বর্তমান অর্থ বছরের জন্য যে বাজেট প্রণয়ন করে বহুলাংশে তা ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং বাস্তবতা বিবর্জিত। অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সংস্কারে নির্লিপ্ততা, রাজস্ব আহরণে স্থবিরতা, রাজস্ব নীতিতে অস্বচ্ছতা ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি, সরকারি ব্যয়ে উচ্চাভিলাষ ও অদুরদর্শিতা এবং অনুৎপাদনশীল খাতে ও প্রকল্পে ব্যয় বৃদ্ধির প্রবণতা ছিল বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের সমষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় দুর্বলতার পরিচায়ক।

জনাব স্পীকার,

৬\ বিগত কয়েক বছরের সমষ্টিক অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার কারণে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতসহ সরকারের বাজেট ঘাটতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ১৯৯৫-৯৬ অর্থ বছরে যেখানে অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ছিল ১৪ হাজার কোটি টাকা, ২০০০-২০০১ অর্থ বছরে তা প্রায় তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছে। বৈদেশিক সাহায্যের বিকল্প হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে উচ্চসুদে সরবরাহ ঋণ (Suppliers' Credit) যার একীভূত দায়ভার জুন ২০০১ পর্যন্ত দাঁড়িয়েছে প্রায় ৫০ কোটি মার্কিন ডলারে। মোট রাজস্ব ব্যয়ের প্রায় ২১ ভাগ ব্যয় করা হয়েছে সরকারি ঋণের সুদ পরিশোধে। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতে সরকারের লোকসান বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে দুই হাজার সাতশত কোটি টাকায় দাঁড়ায়। এইভাবে অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনার মধ্য দিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ দায়ভার আশংকাজনকভাবে বাড়ানো হয়েছে। ১৯৯৬ সালে বিএনপি সরকারের ক্ষমতা ত্যাগের প্রাক্কালে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল দুইশত চব্বিশ কোটি মার্কিন ডলার যা ঐ সময়ে প্রায় চার মাসের আমদানি ব্যয় মিটানোর জন্য যথেষ্ট ছিল। পক্ষান্তরে বর্তমান সরকার যখন রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে তখন বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ছিল একশত নয় কোটি মার্কিন ডলার যা এমনকি দেড় মাসের আমদানি ব্যয় মিটানোর জন্য যথেষ্ট নয়। বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের এই সঙ্কটজনক নিম্ন পর্যায় বৈদেশিক লেনদেনে এক গভীর অনিশ্চয়তা ও সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

জনাব স্পীকার,

৭ \ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে অর্থনৈতিক নাজুক পরিস্থিতি সম্পর্কে এ বছরের মার্চ মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের সভায় উপস্থাপিত "Public Expenditure Review" শীর্ষক সমীক্ষায় বিশ্ব ব্যাংক (World Bank) যে মন্তব্য করেছে তাঁর উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক বলে আমি মনে করি। এই সমীক্ষায় বলা হয় "In contrast with the modest increase in revenues, total budgetary expenditures, which averaged 13.4 percent of GDP over 1990-91 to 1997-98, rose to 15.1 percent of GDP in FY 01, as the 2001 election approached. Bangladesh would need to reduce its fiscal dficit by at least 2 percentage points of GDP to avoid prejudicing growth and financial stability. The current consolidated deficit of the public sector (about 8 percent of GDP) is unsustainable and has already impacted the balance of payments and external reserve position." (''নির্বাচন এগিয়ে আসার সাথে সাথে ২০০০-০১ অর্থ বছরে সামান্য রাজস্ব আয় বৃদ্ধির বিপরীতে সরকারি ব্যয় বেড়ে মোট স্থূল জাতীয় উৎপাদের ১৫.১ শতাংশে উন্নীত হয়। অথচ ১৯৯০-৯১ হতে ১৯৯৭-৯৮ পর্যন্ত গড় সরকারি ব্যয় - স্থূল জাতীয় উৎপাদ অনুপাত ছিল মাত্র ১৩.৪ শতাংশ। প্রবৃদ্ধি ও আর্থিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য বাংলাদেশের এখন প্রয়োজন বাজেট ঘাটতি স্থূল জাতীয় উৎপাদের কমপক্ষে ২ শতাংশ হ্রাস করা। সরকারি খাতের বর্তমান ঘাটতি স্থূল জাতীয় উৎপাদের প্রায় ৮ শতাংশ, যা অর্থনীতির পক্ষে ধারণযোগ্য (sustainable) নয় এবং এই ঘাটতি ইতোমধ্যে বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য ও বৈদেশিক মুদ্রা স্থিতিকে ঋণাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছে'')। এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের "Country Economic Review" শীর্ষক সমীক্ষায়ও অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৮\ নব্বই দশকের প্রথমার্ধে বিএনপি সরকার কর্তৃক গৃহীত সমষ্টিক এবং কাঠামোগত সংস্কার আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে উপেক্ষিত হয়েছে, ফলে সৃষ্টি হয়েছে সমষ্টিক অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের সঙ্গে আইএমএফ Article IV আলোচনা সমাপ্তির পর আইএমএফ-এর বোর্ড অব ডাইরেক্টরস গত এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের অর্থনীতি সম্পর্কে শঙ্কা প্রকাশ করে অভিমত দেন যে - ". . . following a strong performace until the mid-1990s, the Bangladesh economy has become increasingly fragile as a result of expansionary fiscal and monetary policies and a loss of momentum in structural reforms." (''নব্বই দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত মজবুত থাকার পর সম্প্রসারণশীল রাজস্ব ও মুদ্রানীতি অনুসরণ করার কারণে এবং সংস্কারের গতি স্থিমিত হওয়ায় বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্রুত নাজুক হয়ে পড়ে'')। আইএমএফ বোর্ড বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্য সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং উল্লেখ করে যে, "Given the deterioration in the external balance, the authorities now have limited room for maneuver in responding to external shocks" (''বৈদেশিক লেনদেনের ভারসাম্যে অবনতির কারণে বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের জন্য এখন বহির্বিশ্বে উদ্ভূত কোন সংকটের নেতিবাচক প্রভাব সামাল দেওয়ার সুযোগ খুবই সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে'')। অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় যে অবস্থা পেয়েছে সে সম্পর্কে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশ এবং বিভিন্ন অর্থনৈতিক বিশ্লেষকগণ অভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, আওয়ামী লীগ সরকারের অর্থ মন্ত্রী তাঁর ২০০১-২০০২ অর্থবছরের সর্বশেষ বাজেট বক্তৃতায় গর্বের সাথে উল্লেখ করেছিলেন যে, সমষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় স্থিতিশীলতা অর্জন তাঁদের অন্যতম কৃতিত্ব। কিন্তু তাঁরা এই কৃতিত্বের কোন প্রমাণ রাখতে সক্ষম হননি বলে কেউ এই কৃতিত্ব স্বীকার করেন না, বরং এটা তাঁদের ব্যর্থতা হিসাবেই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৯ \ আপনার মাধ্যমে আমি মহান সংসদকে স্মরণ করাতে চাই যে, নব্বই দশকের প্রথমার্ধে বিএনপি সরকারের আমলে প্রতি বছর আমার বাজেট বক্তৃতায় যে মূল বিষয়গুলি প্রাধান্য পেত তা হ'ল সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রেখে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জন, সমষ্টিক অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সংস্কার, দারিদ্র নিরসন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, অর্থনৈতিক উদারীকরণ এবং আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন। অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় এই নীতিগুলি বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার এবং বর্তমান সরকারের অভীষ্ট লক্ষ্যসমূহের প্রতিফলন। আমরা বিশ্বাস করি, সার্বিকভাবে দারিদ্র নিরসনই হচ্ছে আমাদের অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মকৌশলের মূল লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্য অর্জনে প্রয়োজন টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা, অর্থনৈতিক ও কাঠামোগত সংস্কার, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক উদারীকরণ ছাড়া টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়।

জনাব স্পীকার,

১০ \ আমি মহান সংসদকে অবহিত করতে চাই যে, আমাদের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগযোগ্য সম্পদ যোগানে ক্রমান্বয়ে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্য। পরনির্ভরশীলতার বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসতে আমরা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। দুনিয়ার অন্যতম দরিদ্র দেশ হিসাবে পরিচিতির আত্মগ্লানি থেকে আমরা আমাদের এবং আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মকে মুক্ত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে আর্থিক সাহায্যের প্রবাহ ক্রমাগত সংকুচিত হচ্ছে। আশির দশকের তুলনায় বিগত নব্বই দশকে উন্নয়নশীল দেশে বৈদেশিক সাহায্য প্রবাহ ১০ শতাংশেরও বেশি হ্রাস পেয়েছে।

১১ \ ১৯৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (IMF) এবং বিশ্ব ব্যাংকের বোর্ড অব ডাইরেক্টরস যৌথভাবে উন্নয়নশীল দেশে দারিদ্র নিরসনের জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে একটি নতুন কর্মসূচী গ্রহণ করে। এই নতুন কর্মসূচীর আওতায় সাহায্যকামী দেশসমূহ তাদের নিজেদের উদ্যোগে অংশীদারিত্বমূলক দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র (Poverty Reduction Strategy Paper - PRSP) প্রণয়ন করবে, যার ভিত্তিতে উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ আর্থিক সহায়তা প্রদান করবে। এই কৌশলপত্রের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বাজেট ঘাটতি কমিয়ে সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠা করা, তিন বছরের জন্য মধ্য-মেয়াদি রাজস্ব ও উন্নয়ন কর্মসূচী তৈরী করা, অর্থনৈতিক কাঠামোগত সংস্কার সম্পন্ন করা, সর্বক্ষেত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা, অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় উদারীকরণ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং সর্বোপরি উন্নয়নের ধারাকে দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্যে প্রবাহিত করা।

১২ \ ইতোমধ্যে বিশ্বের প্রায় ৪০টি দেশ অন্তর্বর্তীকালীন দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র (Interim PRSP) প্রণয়ন করেছে যার ভিত্তিতে এইসব দেশ অতি সহজ শর্তে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী দেশ থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে আর্থিক সাহায্য পেতে সক্ষম হয়েছে। যে সব দেশে যুগোপযোগী ও উন্নতমানের কর্মসূচী এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের মাধ্যমে দারিদ্র নিরসনের মূল লক্ষ্য প্রাধান্য পেয়েছে সে সব দেশই অধিক পরিমাণে বৈদেশিক সাহায্য লাভ করছে। গত মার্চ মাসে প্যারিসে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের বৈঠকে দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্র (PRSP)-এর মূল বিষয়সমূহ উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ কর্তৃক উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত সংস্কারের ক্ষেত্রে বিগত সরকারের নিষ্ক্রিয়তা আলোচনায় প্রাধান্য পেয়েছে। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী সংস্কার ও দারিদ্র নিরসনের উদ্দেশ্যে যে কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে তা উন্নয়ন সহযোগী দেশসমূহ আশাব্যঞ্জক বলে অভিহিত করেছে।

জনাব স্পীকার,

১৩ \ বর্তমান শতাব্দীর শুরু থেকেই বিশ্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র বিমোচনের মহতী উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুন নতুন উদ্ভাবনী কর্মসূচী গ্রহণের প্রচেষ্টা চলছে। এ উদ্দেশ্যে ডিসেম্বর ২০০০-এ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫৫তম অধিবেশনে United Nations Millennium Declaration (জাতিসংঘ সহস্রাব্দ ঘোষণা) গৃহীত হয়। এই ঘোষণায় যে উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ নির্ধারণ করা হয় তা হচ্ছে ২০১৫ সালের মধ্যে বিশ্বে দরিদ্রের সংখ্যা অর্ধেকে নামিয়ে আনা, বিশ্বের সকল শিশুকে অন্তত প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করা, প্রসূতিকালীন মৃত্যু এবং শিশু মৃত্যুর হার যথাক্রমে তিন-চতুর্থাংশ ও দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা। এছাড়া, টেকসই উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ ইত্যাদির ক্ষেত্রেও এই ঘোষণায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য গণতন্ত্র সুসংহত করা, আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সর্বক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিত করা অপরিহার্য বলে উল্লেখ করা হয়।

১৪ \ উপরোক্ত ঘোষণার ধারাবাহিকতায় এ বছরের মার্চ মাসে মেক্সিকো-র মন্টেরি-তে জাতিসংঘের উদ্যোগে International Conference on Financing for Development (উন্নয়ন অর্থায়নের উপর আন্তর্জাতিক সম্মেলন) অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ভিত্তিতে Monterry Consensus (মন্টেরি ঐকমত্য) গৃহীত হয়। এই সম্মেলনে Millennium Development Goals-এর সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করা হয় এবং যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয় তা হচ্ছে ঃ

(১) Millennium Development Goals অর্জনের জন্য বৈদেশিক সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে হবে;

(২) উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশসমূহ কর্তৃক উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের পদ্ধতি আরো শিথিল ও সঙ্গতিপূর্ণ করতে হবে এবং এ ক্ষেত্রে

উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য বিবেচনা করতে হবে;

(৩) উন্নয়নশীল দেশের স্বত্বাধিকারের ভিত্তিতে এবং স্ব-উদ্যোগে প্রণীত উন্নয়ন কাঠামোর আলোকে যে দারিদ্র নিরসন কর্মসূচী গৃহীত হবে, তা-ই উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের ভিত্তি হবে এবং

(৪) দারিদ্র নিরসনের জন্য প্রণীত লক্ষ্যভিত্তিক প্রকল্পে বৈদেশিক সহায়তা বৃদ্ধি করা হবে।

জনাব স্পীকার,

১৫\ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা ও দেশসমূহের উপরোক্ত নীতি ও অঙ্গীকারের পাশাপাশি মন্টেরি ঐকমত্যে ঘোষণা করা হয় যে, উন্নয়নশীল দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা টেকসই উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য। টেকসই অর্থনৈতিক উন্নয়ন, দারিদ্র বিমোচন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন জনগণের চাহিদার প্রতি সংবেদনশীল সঠিক অর্থনৈতিক নীতিমালা এবং মজবুত গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। এ ক্ষেত্রে আরও প্রয়োজন অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা, শান্তি ও নিরাপত্তা, মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, আইনের শাসন এবং নারী-পুরুষের সমতা।

জনাব স্পীকার,

১৬\ আমরা বিশ্বাস করি বিএনপি'র নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের মাধ্যমেই একটি সুখী, দারিদ্রমুক্ত, সমৃদ্ধিশালী এবং শোষণমুক্ত দেশ গড়া সম্ভব। বর্তমান বিশ্বে নতুন শতাব্দীর সূচনালগ্নে দারিদ্র বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অপরিহার্য যে বিষয়সমূহের উপর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে তার সব উপাদানই আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকারের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। তাই প্যারিসে অনুষ্ঠিত এবারের উন্নয়ন ফোরামে প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এক বার্তায় ঘোষণা দিয়েছিলেন "In

line with the BNP election manifesto, we are committed to reform the economy." (‘‘বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহার অনুযায়ী আমরা অর্থনীতিকে সংস্কার করতে অঙ্গীকারাবদ্ধ’’)। আমি নির্দ্বিধায় বলতে চাই, আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদেরকেই গড়তে হবে। আমাদের নিজস্ব ধ্যানধারণা, বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে জনগণই নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎ কার্যক্রম। গত মার্চ মাসে মন্টেরি-তে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতায় আমাদের এই নীতিকেই আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উপস্থাপন করেছি।

জনাব স্পীকার,

১৭ \ বর্তমান সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রথম ১০০ দিনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচীর মাধ্যমে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার কার্যক্রমসহ অর্থনৈতিক অঙ্গনে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন গঠনমূলক ও সংস্কারমুখী পরিকল্পনার সূচনা হয়। দেশের স্বার্থ সামনে রেখে সরকার ইতোমধ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রশাসনের সর্বস্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে, তা হচ্ছেঃ

(১) ইতোমধ্যে জননিরাপত্তা (বিশেষ বিধান) (রহিতকরণ) আইন প্রণয়ন করা হয়েছে;

(২) ন্যায়পাল আইন, ১৯৮০ কার্যকর করা হয়েছে এবং ন্যায়পাল নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে;

(৩) মানবাধিকার কমিশন এবং নিরপেক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন প্রক্রিয়াধীন আছে;

(৪) প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;

(৫) নির্বাহী বিভাগকে বিচার বিভাগ থেকে পৃথকীকরণের কাজ অগ্রসর হচ্ছে;

(৬) প্রশাসনিক সংস্কারের উদ্দেশ্যে জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কিছু কিছু সুপারিশ ইতোমধ্যে বাস্তবায়িত হয়েছে এবং অবশিষ্ট সুপারিশ পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের কর্মসূচী গ্রহণ করা হচ্ছে;

(৭) সর্বস্তরে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে আইনশৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচার) আইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

১৮ \ সমষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও কাঠামোগত সংস্কারের ক্ষেত্রে বিএনপি সরকার পূর্ববর্তী মেয়াদকালে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে এবং বিশ্বব্যাপী তা প্রশংসিত হয়েছে। যে নাজুক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা পেয়েছি তা থেকে উত্তরণের জন্য আমরা ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই একটি জরুরি পুনরুদ্ধার কর্মসূচী গ্রহণ করি যার ফলে অর্থনৈতিক সংকট অনেকটা নিরসন হয়েছে। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র নিরসনের লক্ষ্য অর্জন যাতে ব্যাহত না হয় তা বিবেচনায় রেখে মাত্রাধিক বাজেট ঘাটতি কমানোর উদ্দেশ্যে নিজস্ব সম্পদ আহরণে আরও গতিশীলতা প্রতিষ্ঠা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও অনুৎপাদনশীল ব্যয় হ্রাসে আমরা কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করি। শিল্পোন্নয়ন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্ব বাজারে ন্যায্য প্রবেশাধিকার (market access) পাওয়ার প্রচেষ্টাসহ দেশে রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য ঋণের উপর সুদের হার হ্রাস করা হয় এবং রপ্তানির জন্য বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে নগদ সহায়তা প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত রেমিটেন্স বৃদ্ধির লক্ষ্যে নানাবিধ প্রণোদনা (incentive) প্রদান করাসহ বিদেশের কয়েকটি দেশে ব্যাংক ও এক্সচেঞ্জ হাউস খোলা হয়। এছাড়া অবৈধ পন্থায় বৈদেশিক মুদ্রার লেনদেন নিরুৎসাহিত

করার লক্ষ্যে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০০২ প্রবর্তন করা হয়। জরুরি ভিত্তিতে গৃহীত এ সকল কার্যক্রমের ফলে বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে সীমাবদ্ধ থাকে এবং বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে মোটামুটি সন্তোষজনক পর্যায়ে উন্নীত হয়। বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করার পর আমদানি খাতে এশিয় ক্লিয়ারিং ইউনিয়নের নীট পাওনা প্রায় ৬৫ কোটি মার্কিন ডলার এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক দায় নিয়মিতভাবে পরিশোধ করার পরও বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ প্রায় ১৪০ কোটি মার্কিন ডলার। এক কথায়, বিপর্যস্ত ও বিশৃংখল অর্থনীতিতে আমরা ইতোমধ্যেই স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় এবং তা সুষ্ঠু পথে পরিচালনে সাফল্যের স্বাক্ষর রেখেছি।

জনাব স্পীকার,

১৯\ মাত্র আট মাসের মধ্যে বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছে সে সম্পর্কে গত মে মাসে অনুষ্ঠিত আইএমএফ-এর বোর্ড অব ডিরেক্টরেটস্-এর সভা প্রশংসাসূচক মন্তব্য করে। আইএমএফ-এর জনতথ্য নোটিশ (Public Information Notice) অনুযায়ী - "They commended the government's efforts to address the immediate economic weaknesses, especially the steps taken to tighten budgetary discipline, improve the finances of state-woned enterprises and increase the effectiveness of monetary operations and policies." (‘‘অর্থনীতির তাৎক্ষণিক দুর্বলতাসমূহ থেকে কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমকে, বিশেষ করে বাজেটে শৃংখলা ফিরিয়ে আনা, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং মুদ্রা-নীতি ও মুদ্রা-কার্যক্রমে উন্নতি সাধনের পদক্ষেপসমূহকে তাঁরা প্রশংসা করেন’’)।

জনাব স্পীকার,

২০ \ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনায় যেটুকু অভিজ্ঞতা আমি অর্জন করার সুযোগ পেয়েছি তার ভিত্তিতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমরা সংকট কাটিয়ে একটি অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি যা হবে টেকসই এবং স্থিতিশীল। তবে সেজন্য প্রয়োজন হবে সঠিক মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা। আমাদের রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত প্রায় ৯.৮ শতাংশ এবং ব্যয়/জিডিপি অনুপাত প্রায় ১৫ শতাংশ। আয় ও ব্যয়ের এই অনুপাতের মাত্রা অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি নিম্নে। এই উভয় অনুপাত উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা না হলে দারিদ্র নিরসন ও প্রবৃদ্ধির অভীষ্ঠ লক্ষ্য অর্জন করা দুষ্কর হবে। আগামী ৩ বছরে আমাদের রাজস্ব/জিডিপি অনুপাত এবং উন্নয়নখাতে অগ্রাধিকারসহ ব্যয়/জিডিপি অনুপাত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে উন্নীত করতে সক্ষম হলে আমরা বাজেট ঘাটতি সহনীয় পর্যায়ে রেখে বার্ষিক ৬ শতাংশের বেশি জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে পারব। Millennium Development Goals অর্জনের জন্য দারিদ্র নিরসন কর্মসূচীর আওতায় বৈদেশিক সহায়তা সম্প্রসারিত হলে ব্যয়/জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধিসহ আরো অধিকহারে প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হবে বলে আমি আশা করি।

২১ \ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং দারিদ্র নিরসন প্রক্রিয়ায় উন্নয়ন সহযোগী আর্ন্তজাতিক সংস্থা যেমন বিশ্ব ব্যাংক, আইএমএফ, এশিয় উন্নয়ন ব্যাংক ও জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং বন্ধুপ্রতিম দেশসমূহ তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এসেছে। বিশেষ করে প্রযুক্তি হস্তান্তর ও মানব সম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের দেশের স্বার্থে স্ব-উদ্যোগে আমরা বর্তমানে যে উন্নয়ন ও দারিদ্র নিরসন নীতি ও কৌশল অনুসরণ করতে যাচ্ছি তা বাস্তবায়নে তাদের সমর্থন ও সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

জনাব স্পীকার,

২২\ আমি এখন ২০০১-২০০২ অর্থ বছরের অর্থনীতির মৌলভিত্তিসমুহের (fundamentals) সাম্প্রতিক প্রবণতা সম্পর্কে অলোকপাত করতে চাই। জাতীয় উৎপাদের প্রাক্কলন হতে দেখা যাচ্ছে যে, ২০০১-২০০২ অর্থ বছরে সকল খাতেই উল্লেখযোগ্য প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। ফলে সার্বিকভাবে জাতীয় উৎপাদের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি হবে ৪.৮ শতাংশ হারে। বর্তমান প্রেক্ষাপটে এ হারে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন অন্যান্য দেশের তুলনায় প্রশংসনীয়। বর্তমান সরকার কর্তৃক সূচিত অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচীর ফলে আগামী বছর এই প্রবৃদ্ধির হার প্রায় ৬ শতাংশের কাছাকাছি যাবে বলে আশা করা যায়।

জনাব স্পীকার,

২৩\ গত কয়েক বছর সম্প্রসারণমূলক মুদ্রানীতি ও রাজস্বনীতি অনুসৃত হয়েছে। ফলে ১৯৯৬-৯৭ অর্থ বছর হতে ২০০০-২০০১ অর্থ বছর পর্যন্ত গড়ে ব্যাপক অর্থ (Broad Money) সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৪ শতাংশ হারে। বর্তমান সরকার সার্বিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সময়োপযোগী ও যুক্তিযুক্ত মুদ্রানীতি গ্রহণ করে। ফলে বর্তমান অর্থ বছরের প্রথম নয় মাসে ব্যাপক অর্থের সরবরাহ বৃদ্ধি পায় মাত্র ৭.১ শতাংশ। পূর্ববর্তী অর্থ বছরে একই সময়ে এই বৃদ্ধির হার ছিল ১০.৩ শতাংশ। বর্তমান অর্থ বছরে সম্প্রসারণমুলক মুদ্রানীতি গ্রহণ না করা হলেও বেসরকারি খাতে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তিযুক্ত রাজস্বনীতি ও মুদ্রানীতি গ্রহণের ফলে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। বর্তমান অর্থ বছরে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রাপ্ত ভোক্তা মূল্য-সূচকের ভিত্তিতে হিসাব করলে দেখা যায়, বর্তমান বছরের মূল্যস্ফীতি ২.৮ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অর্থনীতির যে কোন মাপকাঠিতে বিচার করলে এই মূল্যস্ফীতিকে সন্তোষজনক হিসাবে ধরা যায়।

২৪ \ বিশ্বব্যাপী মন্দার নেতিবাচক প্রভাব ন্যূনতম পর্যায়ে রেখে জাতীয় অর্থনীতিতে গতি সঞ্চার এবং আর্থিক খাতে দ্রুত অগ্রগতি লাভের জন্য গত অক্টোবরে ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই বর্তমান সরকার বেশ কিছু বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ব্যাংকের সুদের হার ৭ শতাংশ থেকে ৬ শতাংশে নির্ধারণ করা হয় এবং রপ্তানি সুদের হার ৮ - ১০ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশে হ্রাস করা হয়। এই সব পদক্ষেপের সুফল ইতোমধ্যে পরিস্ফুটিত হতে শুরু করেছে। রপ্তানি আয়ের নিম্নগামিতার গতি শ্লথ হয়ে এসেছে। রপ্তানি ঋণের সুবিধা বৃদ্ধি এবং নতুন বাজার সৃষ্টিতে বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলেই এই সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

২৫ \ সরকার কর্তৃক গৃহীত যথাযথ পদক্ষেপের ফলে, সকল আশংকাকে ভুল প্রমাণ করে, বৈদেশিক চলতি হিসাবের ভারসাম্যে উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এপ্রিল ২০০২ পর্যন্ত প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ গত বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২০৪ কোটি মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়িয়েছে। আশা করা হচ্ছে, এই অর্থ বছরের শেষ নাগাদ প্রবাসী বাংলাদেশীদের প্রেরিত অর্থের পরিমাণ দাঁড়াবে ২৪০ কোটি মার্কিন ডলারে। জুলাই ২০০১ - ফেব্রুয়ারি ২০০২ সময়ে মূলত চলতি হস্তান্তর ও সার্ভিস খাতে নীট বৃদ্ধি এবং বাণিজ্যিক ভারসাম্যে ঘাটতি হ্রাস পাওয়ায় চলতি হিসাবে (Current Account) পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ২১ কোটি মার্কিন ডলার ঘাটতির বিপরীতে ৬০ কোটি মার্কিন ডলার উদ্বৃত্ত পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্য সময়কালে সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যেও (Overall Balance) পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় উন্নতি লক্ষ্য করা যায়।

জনাব স্পীকার,

২৬ \ গত অক্টোবর মাস থেকেই আমরা নতুন উদ্যমে একটি তিন বছর মেয়াদি National Strategy for Economic Growth and Poverty

Reduction (অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং দারিদ্র নিরসনের উদ্দেশ্যে জাতীয় পরিকল্পনা) প্রণয়নের কাজ শুরু করেছি। ইতোমধ্যে উপজেলা থেকে আরম্ভ করে জাতীয় পর্যায়ে দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন সংস্থা/গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্যাপক ও নিবিড় মতবিনিময়ের ভিত্তিতে এই পরিকল্পনার প্রথম খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার ভিত্তিতে আমরা প্রণয়ন করব আমাদের তিন বছর মেয়াদী Rolling Investment Programme এবং তাই-ই হবে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনার ভিত্তি। এই পরিকল্পনা সকল পর্যায়ের জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমেই চূড়ান্ত করা হবে যাতে এর মালিকানা সকলেই দাবি করতে পারেন। এই পরিকল্পনা হবে আমাদের দেশের স্বার্থে, আমাদের নিজস্ব অর্থনৈতিক প্রগতির উদ্দেশ্যে এবং দেশকে দারিদ্র-মুক্ত করার লক্ষ্যে। এই পরিকল্পনাই পরবর্তীকালে দারিদ্র নিরসন কৌশলপত্রে (PRSP) রূপান্তরিত হবে এবং এর ভিত্তিতেই উন্নয়ন সহযোগীদের সঙ্গে বৈদেশিক সাহায্য সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব। আমাদের এই পরিকল্পনা চারটি মূল ধারায় প্রবাহিত হবে। প্রথমত, দারিদ্র নিরসনমুখী অর্থনৈতিক প্রগতি সহায়ক (pro-poor economic growth) নীতি গ্রহণ যার মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি পাবে এবং তাঁদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। দ্বিতীয়ত, দরিদ্রদের জন্য মানব সম্পদ উন্নয়ন যেমন স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টি কার্যক্রম জোরদার করা হবে। তৃতীয়ত, দরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তামুলক ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ যার মাধ্যমে অপ্রত্যাশিত যে কোন ঝুঁকি সফলতার সাথে তাঁরা মোকাবেলা করতে সক্ষম হন। চতুর্থত, অংশীদারিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থা (participatory governance) প্রতিষ্ঠা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর বক্তব্যকে বলিষ্ঠভাবে উপস্থাপনের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে যথপোযুক্ত প্রতিষ্ঠানের বিকাশ সাধন।

২৭ \ এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক সংস্কার ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়ন করা হবে। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য তিন বছর মেয়াদি সমষ্টিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কাঠামো প্রণয়ন করা হবে। সমষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার

জন্য বাজেট ঘাটতি গ্রহণযোগ্য পর্যায়ে সীমিত রাখা হবে। অভ্যন্তরীণ সম্পদ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে আত্মনির্ভরশীলতা অর্জন করা হবে এবং সরকারের অভ্যন্তরীণ ঋণও যথাযথভাবে হ্রাস করা হবে। এ ছাড়া, অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে অপব্যয় ও অপচয় পরিহার করা হবে, বেসরকারি খাতকে আরও সম্প্রসারণ ও শক্তিশালী করা হবে এবং দারিদ্র নিরসন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সহায়ক খাত এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতসমূহকে বাজেটে অধিক পরিমাণে বরাদ্দ দেয়া হবে।

জনাব স্পীকার,

২৮ \ আমি এখন ২০০১-০২ সালের সংশোধিত এবং আগামী ২০০২-০৩ সালের প্রস্তাবিত বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করব। আলোচনার শুরুতেই আমি উল্লেখ করতে চাই যে, বাজেট উপস্থাপনাকে অধিকতর সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে রেলওয়ে, ডাক বিভাগ ও টি এন্ড টি বোর্ডের সমুদয় প্রাপ্তি ও ব্যয়কে বাজেটের সকল ডকুমেন্টে গ্রসভিত্তিতে দেখানো হয়েছে। পূর্বে বাজেটের কোন কোন ডকুমেন্টে এই তিনটি সংস্থার মোট প্রাপ্তি ও ব্যয়ের পরিবর্তে মোট প্রাপ্তির সাথে মোট ব্যয় সমন্বয় করে কেবল নীট উদ্বৃত্ত বা ঘাটতি দেখানো হত। ফলে এ সংস্থাসমূহের প্রাপ্তি ও ব্যয় স্বচ্ছভাবে বাজেটে প্রদর্শিত হত না, যদিও সংবিধান অনুসারে এসব সংস্থার প্রাপ্তি ও ব্যয় অন্যান্য সরকারি বিভাগের ন্যায় Consolidated Fund অর্থাৎ সংযুক্ত তহবিলের অন্তর্ভুক্ত।

২৯ \ ২০০১-০২ সালের জন্য বিগত আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত বাজেটে রাজস্ব আয় প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২৮,৪৫৬ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা কমিয়ে ২৭,৬৭০ কোটি টাকায় প্রাক্কলন করা হয়েছে। চলতি বছরের মুল বাজেটে রাজস্ব ব্যয় ধরা হয়েছিল ২৩,১০৭ কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে তা নির্ধারণ করা হয়েছে ২২,৬৯২ কোটি টাকায়। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বিগত কয়েক বছর সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয় মুল বাজেটের চেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বেশি হত। গত বছর এই বৃদ্ধি ছিল ৫ শতাংশ। আওয়ামীলীগ সরকার কর্তৃক প্রণীত বর্তমান বছরের মূল বাজেটে

রেখে যাওয়া মাত্রাতিরিক্ত ঘাটতি হ্রাস করার প্রয়োজনীয়তাকে বিবেচনায় রেখে সংশোধিত বাজেটে রাজস্ব ব্যয়ের পরিমাণ ৪১৫ কোটি টাকা হ্রাস করা হয়েছে।

৩০ \ প্রয়োজনীয় সম্পদ আহরণের জন্য যথাযথ কর্মসূচী গ্রহণ না করে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে অতিমাত্রায় ঋণ গ্রহণের উপর নির্ভর করে বিগত সরকার বেশ কিছু অনুৎপাদনশীল ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করে চলতি অর্থ বছরের জন্য এক উচ্চাভিলাষী বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিল। আমরা ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ও অনুৎপাদনশীল প্রকল্পসমূহ চিহ্নিত করে সেগুলো বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী থেকে বাদ দিয়ে বাস্তবসম্মত সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন করি। ফলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আকার ৩,০০০ কোটি টাকা হ্রাস পেয়ে সংশোধিত বাজেটে ১৬,০০০ কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে। রাজস্ব ও উন্নয়ন ব্যয়ের যৌক্তিকীকরণ ও ব্যয় নিয়ন্ত্রণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে এ বছরের সংশোধিত বাজেট ঘাটতি মূল বাজেটে প্রাক্কলিত জিডিপি'র ৫.৫ শতাংশ থেকে ৪.৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৩১ \ ২০০২-০৩ অর্থ বছরে রাজস্ব প্রাপ্তি প্রাক্কলন করা হয়েছে ৩৩,০৮৪ কোটি টাকা, যা বর্তমান অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের প্রাপ্তির তুলনায় প্রায় ২০ শতাংশ বেশি। আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, আমাদের রাজস্ব-জিডিপি'র অনুপাত আমাদের মত অন্যান্য দেশ যেমন ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলংকা, এমনকি নেপালের তুলনায়ও অনেক কম। ক্রমান্বয়ে আমাদের অভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধি করে রাজস্ব-জিডিপি অনুপাত আমাদের ন্যায় অন্যান্য দেশের সমপর্যায়ে আনতে হবে। আমরা সকলেই বিশ্বাস করি, রাজস্ব আয় বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ এবং সম্ভাবনা আমাদের রয়েছে। করের হার বৃদ্ধির পরিবর্তে এর আওতা সম্প্রসারণের জন্য যথোপযুক্ত এবং যুগোপযোগী রাজস্ব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং রাজস্ব প্রশাসনকে আরও গতিশীল ও

কার্যকর করার মাধ্যমে রাজস্ব আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করা সম্ভব। প্রাক্কলিত কর রাজস্বের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য এরূপ একটি প্রস্তাবিত কর্মসূচী আমার বক্তৃতার দ্বিতীয় পর্বে উল্লেখ করব। কর-বহির্ভূত রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট খাতসমূহের বিদ্যমান চার্জের হার যৌক্তিকীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, আমাদের কর-বহির্ভূত রাজস্বও জিডিপি'র তুলনায় অতি নগণ্য। আমরা আশাবাদী প্রাক্কলন অনুযায়ী কর ও কর-বহির্ভূত রাজস্ব আহরণে আমরা সক্ষম হব।

জনাব স্পীকার,

৩২। আগামী অর্থ বছরে রাজস্ব ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছে ২৩,৯৭২ কোটি টাকায় যা চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে ৫.৬ শতাংশ বেশি। উল্লেখ্য, বিগত পাঁচ বছরের রাজস্ব ব্যয় বৃদ্ধি ছিল গড়ে ৮ শতাংশের বেশি। আগামী অর্থ বছরে উল্লেখযোগ্য হারে রাজস্ব প্রাপ্তির সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকায় এবং রাজস্ব ব্যয় সীমিত রাখার উদ্যোগ গ্রহণের প্রেক্ষাপটে আমি আগামী অর্থ বছরের জন্য ১৯,২০০ কোটি টাকার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী নির্ধারণের প্রস্তাব করছি, যা বর্তমান আর্থিক বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর তুলনায় ২০ শতাংশ বেশি। প্রস্তাবিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং দারিদ্র্য নিরসন সহায়ক প্রকল্পসমূহকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। এই সকল অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতে যথোপযুক্ত গুণগত মানসম্পন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং এ জাতীয় প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়েছে। আগামী বছরের উন্নয়ন বাজেট অর্থায়নের জন্য প্রয়োজনীয় মোট অর্থের মধ্যে নিজস্ব সম্পদ থেকে আসবে প্রায় ৫৫ শতাংশ এবং বৈদেশিক সাহায্য থেকে আসবে প্রায় ৪৫ শতাংশ। রাজস্ব ব্যয়, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বহির্ভূত উন্নয়ন ব্যয়, নীট মূলধন ব্যয় ও খাদ্য বাজেটের ব্যয় নিয়ে সর্বসাকুল্যে আগামী অর্থ বছরের বাজেটে ব্যয়ের প্রাক্কলন ধরা হয়েছে ৪৪,৮৫৪ কোটি টাকা, যা বর্তমান বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় প্রায় ১৩.৬ শতাংশ বেশি। উন্নয়ন বাজেটে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বরাদ্দ বৃদ্ধি সত্ত্বেও আগামী অর্থ বছরে বাজেট ঘাটতি জিডিপি'র ৪

শতাংশে সীমিত থাকবে। এ ৪ শতাংশ ঘাটতির মধ্যে ২.১ শতাংশ ঘাটতি মেটানো হবে বৈদেশিক সাহায্যের মাধ্যমে এবং বাকী ১.৯ শতাংশ মিটানো হবে অভ্যন্তরীণ ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক বছরে প্রায় ৬ শতাংশ বাজেট ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ ঋণের পরিমাণ ছিল গড়ে জিডিপি'র প্রায় ৩ শতাংশ। সমষ্টিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যে কোন মানদন্ডে প্রস্তাবিত বাজেট ঘাটতি সহনীয় এবং ধারণযোগ্য (sustainable) হিসাবে বিবেচিত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

জনাব স্পীকার,

৩৩ \ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেটে শিক্ষা খাতকে সর্বাধিক অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের প্রথম বাজেটেই উন্নয়ন এবং রাজস্ব খাতের বরাদ্দ মিলিয়ে ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে শিক্ষা খাতে মোট ৬,৭১০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫,৮৭৬ কোটি টাকা। সুতরাং শিক্ষা খাতে ২০০২-০৩ সালের জন্য অতিরিক্ত ৮৩৪ কোটি টাকা অর্থাৎ ১৪.২ শতাংশ ব্যয় বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে দারিদ্র নিরসনে সহায়ক শিক্ষা খাতে স্থানীয় সম্পদের সর্বাধিক ১,৮৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে - যা স্থানীয় সম্পদের প্রায় ১৬ শতাংশ। শিক্ষা খাতে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে আনার উপর আমরা সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে এসেছি। নারী শিক্ষার সম্প্রসারণ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা নারী শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি প্রবর্তন করেছিলাম। বর্তমানে ৪৬৫টি উপজেলায় মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রায় ৪৫ লক্ষ ছাত্রীকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। উপবৃত্তি কর্মসূচী মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার প্রবণতা হ্রাস এবং ছাত্রী ভর্তি বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাছাড়া উপবৃত্তি কর্মসূচীর ফলে বাল্যবিবাহ হ্রাস পেয়েছে। বর্তমান সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ছাত্রী উপবৃত্তি দশম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার

এবং দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মেয়েদের টিউশন ফি মওকুফ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

জনাব স্পীকার,

৩৪ \ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তির এবং নিয়মিত উপস্থিতির হার বৃদ্ধি, ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে ধরে রাখা এবং শিশুশ্রম রোধের উদ্দেশ্যে ১৯৯৩ সালের জুলাই মাস থেকে দেশের দরিদ্র ও অনগ্রসর এবং শিশুশিক্ষায় তুলনামূলকভাবে পশ্চাদপদ মোট ১,২৫৫টি ইউনিয়নে সরকারের নিজস্ব অর্থে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়। এটি ছিল তদানীন্তন বিএনপি সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ যা আন্তর্জাতিকভাবে সমাদৃত হয়েছে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে শিক্ষা খাতে বরাদ্দের ৫৮ শতাংশ ব্যয় হবে দারিদ্র নিরসন সহায়ক ও মানব সম্পদ উন্নয়নের মূল ভিত্তি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা খাতে। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর মাধ্যমে খাদ্য সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ উঠায় আমরা আগামী অর্থ বছর থেকে একটি নতুন ও সম্প্রসারিত কর্মসূচী প্রবর্তনের ব্যবস্থা নিয়েছি। এ কর্মসূচীর আওতায় দরিদ্র পরিবারের একটি শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হলে সে পরিবারকে মাসিক ১০০ টাকা হারে এবং একাধিক শিক্ষার্থীবিশিষ্ট দরিদ্র পরিবারকে মাসিক ১২৫ টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। এই উদ্দেশ্যে নিজস্ব অর্থায়নে এ যাবতকালের সর্ববৃহৎ ''প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প'' গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে এ বাবদ ৬৫০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। আশা করা যাচ্ছে, এর ফলে দরিদ্র শিশুদের ১০০ ভাগ বিদ্যালয়ে ভর্তি হবে এবং বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়ার প্রবণতা কমে যাবে। বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকের স্বল্পতা থাকায় আগামী অর্থ বছরে ৮,০০০ নতুন প্রাইমারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য ২৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত মে মাসে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের ২৭তম বিশেষ অধিবেশনে বিশ্ব শিশু সম্মেলনে মাননীয় প্রধান মন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেছিলেন, ''জীবনের সূচনালগ্নে শিশুদের সম্ভাব্য সর্বোত্তম

সহায়তা প্রদানের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ অগ্রণী ভূমিকা রাখবে।'' প্রাথমিক শিক্ষা খাতে প্রস্তাবিত বরাদ্দে তাঁর এই অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে।

৩৫ \ বর্তমান সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার উপর যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করেছে। তাছাড়া, সরকার শিক্ষা ব্যবস্থাপনার মানোন্নয়নের জন্য ইতোমধ্যে কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। শিক্ষা খাতে সংস্কারের সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত করার জন্য একটি জাতীয় বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিউনিকেটিভ ইংলিশ-এ প্রশিক্ষণ দানের জন্য ছয়টি বিভাগীয় সদরে ৬টি ভাষা কেন্দ্র স্থাপনের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। তবে ইংরেজি ছাড়াও আরবি, ফারসি, জাপানি, চীনা এবং জার্মান ভাষায়ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। শিক্ষার সকল স্তরে কম্পিউটার শিক্ষা জনপ্রিয় করে তোলার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ নীতির অনুসরণে আগামী তিন বছরের মধ্যে মাধ্যমিক স্কুলে ১০,০০০ কম্পিউটার বিতরণ করা হবে। শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির প্রতি অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৩৬ \ আমাদের সংবিধানে বিধৃত মৌলিক নীতি অনুযায়ী জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র ও দুঃস্থ এবং নারী ও শিশুদের জন্য মৌলিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই খাত তাই সরকারের অগ্রাধিকার খাত হিসাবেই সর্বদা চিহ্নিত থাকবে। ২০০১-০২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে বরাদ্দ ছিল ২,৬৪৯ কোটি টাকা। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে রাজস্ব বাজেটে ১,৩২৫ কোটি টাকা ও উন্নয়ন বাজেটে ১,৭০২ কোটি টাকাসহ মোট ৩,০২৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ২০০১-০২ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় আগামী অর্থ বছরের বাজেটে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ৩৭৮ কোটি টাকা বা ১৪.২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

স্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়নের জন্য সহায়ক চিকিৎসক ও নার্সদের নতুন ২,০০০ পদ সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৩৭ \ উল্লেখ্য, বিগত সরকারের আমলে Programme Approach এর আওতায় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের জন্য একটি সমন্বিত স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা সেক্টর কর্মসূচী (Health and Population Sector Programme) গৃহীত হয়। এই প্রোগ্রামে বাংলাদেশ সরকার ও কতিপয় উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা/দেশ যৌথভাবে অর্থায়ন করছে। এই কর্মসূচী গ্রহণকালে বিগত সরকার কর্তৃক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অনভিজ্ঞতা এবং অদূরদর্শিতার স্বাক্ষর রাখায় কর্মসূচীটি বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয়েছে এবং এই কর্মসূচী থেকে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায়নি। বর্তমান সরকার দাতাগোষ্ঠীর সঙ্গে আলোচনাক্রমে এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ খাতের প্রকৃত প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় রেখে কর্মসূচীটি নতুনভাবে ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ নিয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৩৮ \ যে কোন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বহুলাংশে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর নির্ভরশীল। আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় যমুনা সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে আমরা সক্ষম হই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ১০ই এপ্রিল, ১৯৯৪-এ যমুনা বহুমুখী সেতুর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের ফলে সড়কপথে যেমন যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটেছে তেমনি এ সেতুর উপর দিয়ে রেল সুবিধা এবং দেশের পূর্বাঞ্চল হতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ এবং ফাইবার অপটিকসের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ লাইন নেয়ার সুবিধা থাকায় ব্যাপক উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ফলে দেশের অতি সম্ভাবনাময় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নতুন নতুন শিল্প এবং কল-কারখানা গড়ার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকার দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে রাজধানী ঢাকার সরাসরি ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে পদ্মা নদীর উপর

একটি সেতু নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে এ পদ্মা সেতুর বাস্তব নির্মাণ কাজ শুরু হবে বলে আশা করা যায়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত ডিসেম্বর মাসে বরিশাল-পিরোজপুর সড়কে ৯১৮ মিটার দীর্ঘ ৫ম চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সেতুর (গাবখান সেতু) শুভ-উদ্বোধন করেন। ভৈরব বাজারে মেঘনা নদীর উপর 'ভৈরব সেতু নির্মাণ' প্রকল্পের কাজ আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যে শেষ হবে।

৩৯\ ২০০২-০৩ অর্থ বছরে উন্নয়ন বাজেটে যোগাযোগ খাতে ৩,৪২১ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ বরাদ্দ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর মোট বরাদ্দের প্রায় ১৮ শতাংশ। উপরন্তু রাজস্ব বাজেটে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের মেরামত ও সংরক্ষণ খাতে ৩১৭ কোটি টাকা বরাদ্দেরও প্রস্তাব করছি। ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন একটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল কর্মসূচী। উদাহরণস্বরূপ, ১ কিলোমিটার জাতীয় মহাসড়ক ও আঞ্চলিক মহাসড়ক নির্মাণে ব্যয় হয় যথাক্রমে প্রায় পাঁচ কোটি এবং আড়াই কোটি টাকা। এককভাবে সরকারের সীমিত সম্পদ দিয়ে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো দ্রুত নির্মাণ ও সংরক্ষণ সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি বেসরকারি খাতও যদি উদ্যোগী হয়, তাহলে প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এ উদ্দেশ্যে প্রত্যেক বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর সাথে দেশি ও বিদেশি বেসরকারি উদ্যোগে বাস্তবায়নের জন্য কতিপয় ভৌত অবকাঠামো প্রকল্প চিহ্নিত করে একটি তালিকা প্রদান করা হবে এবং সে অনুযায়ী বেসরকারি উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের জন্য আহবান জানানো হবে। বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ যাতে অবকাঠামো নির্মাণ ও পরিচালন করতে আগ্রহী হন, সে উদ্দ্যেশ্যে এই অবকাঠামো ব্যবহারকারীদের উপর প্রয়োজনীয় চার্জ আরোপের ব্যবস্থা করা হবে। এ খাতের উন্নয়নে বেসরকারি উদ্যোক্তাগণ সম্পৃক্ত হলে দারিদ্র নিরসনে এবং সামাজিক খাতে সরকারের পক্ষে অধিকতর অর্থের সংস্থান করা সম্ভব হবে।

জনাব স্পীকার,

৪০ \ আমাদের অর্থনীতিতে কৃষক এবং কৃষিখাতের ভূমিকা ও অবদানকে আমরা সবসময়ই অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে মূল্যায়ন করে এসেছি। আমাদের মহান নেতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠালগ্নেই, আমাদের দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে ধানের শীষকে গ্রহণ করে বাংলাদেশের কৃষক সমাজের অবদানের স্বীকৃতি প্রদান করেছেন। কৃষি খাতের টেকসই উন্নতির জন্য গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়ন তথা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং দারিদ্র দূরীকরণ অনেকাংশে নির্ভরশীল। আমরা কৃষি ঋণ ও প্রয়োজনীয় উপকরণের সরবরাহ বৃদ্ধি এবং কৃষি খাতে আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ নিশ্চিত করে কৃষি খাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করব। উচ্চ ফলনশীল ধান ও গমের আবাদ বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষি উৎপাদনকে বহুমুখী করে তৈল বীজ, ডাল, ভুট্টা, শাক-সবজী ও ফলমূলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

৪১ \ ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে মাছ, মাংশ, দুধ, ডিম ইত্যাদির উৎপাদনও বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ১৯৯১-৯৬ মেয়াদে বিএনপি সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতির কারণে মাছ, মাংস, দুধ, ডিম উৎপাদনে যে নীরব বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল পরবর্তী সরকার তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারসমূহের আয় বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষভাবে সহায়ক পশুপালন কর্মসূচীকে জোরদার করার জন্য আমরা অতীতের মত এবারও বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এই কর্মসূচী মাংস ও দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে চামড়া রপ্তানির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট খামারীদের পারিবারিক আয় বৃদ্ধি এবং একইসাথে জাতীয় আয় বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়।

জনাব স্পীকার,

৪২ \ আমাদের সীমিত সম্পদের মধ্যেও কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য আমরা সম্ভাব্য সবকিছু করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মৎস্য চাষ ও পশুপালনসহ কৃষক ও কৃষিভিত্তিক শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য আমরা সহজ শর্তে এবং স্বল্প সুদে ঋণ প্রদানের উদ্যোগ নিয়েছি। চলতি অর্থ বছরের মূল বাজেটে কৃষি ভর্তুকি বাবদ ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছিল। সংশোধিত বাজেটে আমরা এ বরাদ্দ বৃদ্ধি করে ২০০ কোটি টাকায় উন্নীত করেছি। আগামী অর্থ বছরেও এ ভর্তুকি অব্যাহত থাকবে। কৃষিভিত্তিক শিল্প স্থাপন ও কম্পিউটার সফটওয়্যার উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আমি ৩০০ কোটি টাকার উদ্যোক্তা উন্নয়ন তহবিল গঠনের প্রস্তাব করছি। অতীতে এ বাবদ ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হলেও যথাযথ নীতিমালার অভাবে এই অর্থ ব্যবহৃত হয়নি। এই বরাদ্দ সুষ্ঠুভাবে যাতে ব্যবহৃত হয় সে লক্ষ্যে যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে। তাছাড়া, ইতোপূর্বে বিভিন্ন পণ্য রফতানীর ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হলেও কৃষিপণ্যকে এর বাইরে রাখা হয়েছিল। আমরা ইতোমধ্যেই কৃষিপণ্য রফতানির ক্ষেত্রেও নগদ সহায়তা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

জনাব স্পীকার,

৪৩ \ আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে বলে বেশ ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হয়েছে। এ ধরনের প্রচারণায় যে অতিরঞ্জন ছিল তা কিছু পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয়। এরশাদ সরকারের ৯ বছরে গড়ে প্রতিবছর প্রায় ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে। ১৯৯১-৯৬ মেয়াদে বিএনপি সরকারের আমলে বিদেশ হতে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় প্রতিবছর গড়ে ১৭ লক্ষ টনের কিছু বেশি। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ আবার বৃদ্ধি পেয়ে প্রতিবছর গড়ে ২৪ লক্ষ টনের উপরে

দাঁড়ায়। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে থাকলে বিদেশ হতে বর্ধিত পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানির প্রয়োজন কেন হল সে প্রশ্ন থেকে যায়।

জনাব স্পীকার,

৪৪ \ ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে দারিদ্র বিমোচনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত ও উপখাতকে বিশেষ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। আগামী অর্থ বছরে সার্বিকভাবে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ৪৩ ভাগ দারিদ্র নিরসনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এ ছাড়া বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতাভুক্ত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর জন্য ৩৯৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং এই প্রথম আলাদাভাবে দারিদ্র বিমোচন খাতে প্রকল্প গ্রহণের জন্য থোক হিসাবে ১৫০ কোটি টাকা সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। রাজস্ব বাজেটে দারিদ্র নিরসনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাত যথা, টি আর, জি আর, ভিজিএফ, ভিজিডি, বয়স্কদের জন্য ভাতা, মুক্তিযোদ্ধা ও দুঃস্থ মহিলাদের জন্য ভাতা, পল্লী অঞ্চলে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বহির্ভূত কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় দারিদ্র নিরসনের জন্য বরাদ্দ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বাড়ানো হয়েছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে এ সকল খাতের বরাদ্দ ১১ শতাংশ বৃদ্ধি করে ৪,২১৮ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৪৫ \ দেশের পানি সম্পদের সর্বোত্তম ও যৌক্তিক ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় পানি ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। বন্যানিয়ন্ত্রণ, নদী ভাঙ্গন, সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, আবাদযোগ্য জমি লবণাক্ততা থেকে রক্ষা ও ভূমি পুনরুদ্ধারকল্পে চলতি ২০০১-০২ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৭৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০৩টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কার্যক্রমকে জোরদার করার লক্ষ্যে আগামী ২০০২-০৩ অর্থ বছরে

উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেটে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১,০৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৪৬ \ বর্তমানে সরকারি খাতে ১,২২৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন আছে। Private Power Generation Policy এর আওতায় দেশের ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরণের উদ্দেশ্যে বেসরকারি খাতে Build-Own-Operate ভিত্তিতে ২,২৩৮ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্লানের প্রক্ষেপণ অনুযায়ী ২০০৭ সালে সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ চাহিদা ৬,০৭১ মেগাওয়াট এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকারি খাতে ১৮টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র পর্যায়ক্রমে ২০০৬-২০০৭ সালের মধ্যে স্থাপনের প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রীডের বাইরে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ছোট ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। বিদ্যুৎ সংস্কার আইন চূড়ান্ত অনুমোদনের পর্যায়ে রয়েছে। এ আইনের আওতায় একটি Energy Regulatory Commission গঠন করা হবে। এ কমিশনকে বিদ্যুৎ ও গ্যাস উৎপাদন ও বিপনন নিয়ন্ত্রণসহ লাইসেন্স প্রদান, মূল্য নির্ধারণ, ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের দায়িত্ব দেয়া হবে। দেশের সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ খাতে ২০০২-০৩ অর্থ বছরের উন্নয়ন বাজেটে ২,২৭৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৪৭ \ প্রাকৃতিক গ্যাস দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে জ্বালানি ও গ্যাস খাতে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ, বেসরকারি খাতে বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণ, ভোক্তার স্বার্থ

সংরক্ষণ, একচেটিয়া ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ গ্যাস আইন-এর খসড়া ইতোমধ্যে মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। এ পর্যন্ত দেশে আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রসমূহে গ্যাসের প্রকৃত মজুদের পরিমাণ এবং গ্যাসের যুক্তিযুক্ত অর্থনৈতিক ব্যবহার নিয়ে যে বিতর্ক রয়েছে তা অবসানের লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ সমীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। সমীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী গ্যাসের প্রকৃত মজুদের উপর ভিত্তি করে দেশের স্বার্থে বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। গ্যাস ব্যবহারকারীদের সেবার মানোন্নয়ন এবং বিতরণ-অপচয় রোধ করার লক্ষ্যে তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন ও ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিকে তিনটি পৃথক কোম্পানিতে বিভক্ত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। আমরা গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মূল্য আন্তর্জাতিক বাজার মূল্যের সাথে পর্যায়ক্রমে সঙ্গতিপূর্ণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। তেল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ খাতে ২০০১-০২ সালের বাজেট বরাদ্দ ছিল ৪৫৮ কোটি টাকা যা ২০০২-০৩ সালে ৫৮০ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করা হচ্ছে।

জনাব স্পীকার,

৪৮ \ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বিবেচনা করে বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় গঠন করে। ইতোমধ্যে প্রবাসী বাংলাদেশীগণ দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁদেরকে কতিপয় প্রণোদনামূলক সুবিধা যেমন সিআইপি মর্যাদা, রেমিটার কার্ড ইত্যাদি প্রদান করা হবে। এ ছাড়া বীর মুক্তিযোদ্ধাদের অবদানকে অতি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেই বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরই নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুসারে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করে। মুক্তিযোদ্ধাদের সঠিক তালিকা প্রণয়ন, অস্বচ্ছল মুক্তিযোদ্ধাদের ভাতা বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধি, তাঁদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানসহ বিভিন্ন প্রকারের কল্যাণমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৪৯ \ পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য দেশের বনভূমির সম্প্রসারণ করা খুবই জরুরি। বিগত ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর সে বছরের জুলাই মাসে জাতীয় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী উদ্বোধনকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দেশবাসীকে মাথাপিছু অন্তত একটি করে বৃক্ষরোপণ ও রোপিত বৃক্ষের পরিচর্যার জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়েছিলেন। দেশনেত্রীর সে আহবানে দেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া দিয়েছিল এবং সারাদেশে বৃক্ষরোপণের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য যে, বিগত পাঁচ বছরে এ উৎসাহ-উদ্দীপনা অনেকটাই স্তিমিত হয়ে পড়েছে। কিন্তু জোট সরকার দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য বৃক্ষরোপণ কর্মসূচীকে বৃক্ষরোপণ আন্দোলনে উন্নীত করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এছাড়া পলিথিন ব্যাগের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয় রোধকল্পে বর্তমান সরকার সবধরনের পলিথিন শপিং ব্যাগের উৎপাদন, ব্যবহার ও বাজারজাতকরণ নিষিদ্ধ করে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ সংশোধন করে ২০০২ সালে সংশোধনী আইন প্রণয়ন ও জারি করেছে। দেশের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা এবং বনায়ন কর্মসূচীর সার্থক বাস্তবায়নের জন্য আমি ২০০২-০৩ অর্থ বছরে রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট মিলিয়ে এ খাতে ২৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৫০ \ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, শান্তিশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা রক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহের ভূমিকার গুরুত্ব ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। শুধু দেশরক্ষা নয়, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ জনগণের পাশে থেকে সবসময়ই প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করছে। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় বলিষ্ঠ ও প্রশংসনীয় ভূমিকা রেখে আমাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ সুনাম অর্জন এবং একই সাথে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখছেন।

প্রতিরক্ষা বাহিনীসমূহকে আধুনিকায়নের মাধ্যমে যুগোপযোগীভাবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। প্রতিরক্ষা বাহিনীর জন্য ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ৩,৯৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীতে কর্মরত প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের বেতন-ভাতা এবং যানবাহন ও যন্ত্রপাতির ভাড়া বাবদ প্রাপ্য ৬০১ কোটি টাকা কর্তনের পর সরকারের নীট প্রতিরক্ষা ব্যয় দাঁড়াবে ৩,৩৩৬ কোটি টাকা।

জনাব স্পীকার,

৫১ \ সন্ত্রাসমুক্ত সমাজে শান্তিতে বসবাসের জন্য জনগণ আমাদেরকে নির্বাচনে রায় দিয়েছেন। তাই আমাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আমরা পুলিশ বাহিনীকে আরও গতিশীল ও আধুনিকায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। ২০০২-০৩ অর্থ বছরের বাজেটে পুলিশের অস্ত্রশস্ত্র এবং যানবাহন সংগ্রহ বাবদ বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে। তাছাড়া দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে পুলিশ বাহিনীর সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনায় রেখে ২০০২-০৩ অর্থ বছরে প্রায় ছয় হাজার নতুন পদ সৃষ্টির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। পুলিশের পাশাপাশি আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা দল আইন-শৃঙ্খলা এবং সামাজিক উন্নয়নে বলিষ্ঠ ভুমিকা রাখছে। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে ৩ লক্ষ আনসার সদস্যকে মৌলিক শৃঙ্খলা উন্নয়ন এবং ১ লক্ষ সদস্যকে বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেয়ার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। সীমান্তে চোরাচালান প্রতিরোধ, অপরাধ দমন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ নারী ও শিশু পাচার রোধে বাংলাদেশ রাইফেলস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করছে। ২০০২-২০০৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রাইফেলস-এর ব্যাটালিয়ন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

জনাব স্পীকার,

৫২ \ সমাজের অনগ্রসর ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বর্তমান সরকার বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশের দুঃস্থ, অসহায়, দরিদ্র, এতিম,

প্রতিবন্ধী, বয়স্ক বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলা এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীকে বিভিন্ন সুযোগ প্রদান, তাদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তরের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতধারায় একীভূত করা এবং দেশ ও জাতি গঠনের জন্য সহায়ক শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা সরকারের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। বিগত সরকার এক্ষেত্রে কয়েকটি কর্মসূচী গ্রহণ করলেও এ সকল কর্মসূচীর জন্য প্রদত্ত বরাদ্দের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। বর্তমানে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচীর আওতায় প্রায় ৪ লক্ষ ২০ হাজার উপকারভোগীকে মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। আগামী ১লা জুলাই থেকে মাথাপিছু ভাতার পরিমাণ ১২৫ টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ছয় লক্ষে উন্নীত করা হবে। বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা অসহায় মহিলাদের ভাতা প্রদান কর্মসূচীর আওতায় বর্তমানে প্রায় ২ লক্ষ ১০ হাজার উপকারভোগী রয়েছেন, যাদের মাসিক ১০০ টাকা করে ভাতা দেয়া হয়। ২০০২-০৩ সালে তাঁদের ভাতার হার ১০০ টাকা থেকে ১২৫ টাকায় বৃদ্ধি করার পাশাপাশি উপকারভোগীদের সংখ্যা ৩ লক্ষে উন্নীত করা হবে। এ বাবদ বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৫৩ \ এ ছাড়া সমাজের নির্যাতিত ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি জনগোষ্ঠীর দুঃখ-কষ্ট লাঘবের উদ্দেশ্যে ''এসিডদগ্ধ মহিলা ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন'' এবং ''প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি মোকাবেলা'' নামে নতুন দু'টি কার্যক্রম চালু করার প্রস্তাব করছি। এর আগে কোন সরকারই এসিডদগ্ধ মহিলা এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য কোন আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করেনি। এ দু'টি কার্যক্রমের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

জনাব স্পীকার,

৫৪ \ জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় যুবসমাজকে সম্পৃক্তকরণ এবং যুবসমাজকে সুসংগঠিত, সুশৃঙ্খল ও সঠিক দিক-নির্দেশনার মাধ্যমে দক্ষ মানব সম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যুব উন্নয়ন

অধিদপ্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত যুবকদের আত্মকর্মসংস্থানে উৎসাহিত ও পুঁজির অভাব দূর করার লক্ষ্যে সহজ-শর্তে যুবকদের মাঝে ঋণ প্রদান ও প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ক্রীড়া কর্মকান্ডে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার দেশের ক্রীড়া উন্নয়নে অব্যাহত সহযোগিতা প্রদান করে যাচ্ছে।

জনাব স্পীকার,

৫৫ \ বর্তমান সরকার তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে টেলিযোগাযোগ খাতকে সম্প্রসারণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার আরো আধুনিকায়ন ও উন্নতির লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। এ খাতে দেশি ও বিদেশি বিনিয়োগ উৎসাহিত করাসহ এ খাতকে আরো অধিক প্রতিযোগিতামূলক করার জন্য বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১ নামে একটি নতুন আইন কার্যকর করা হয়েছে। এ আইনের অধীনে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন স্থাপন করা হয়েছে। এ কমিশন বিভিন্ন টেলিযোগাযোগ অপারেটরদের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, সমন্বয়, পরিবীক্ষণ, ব্যবহারকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ ও গ্রাহকদের প্রত্যাশা অনুযায়ী দ্রুত টেলিযোগাযোগ সেবা সম্প্রসারণের কার্যক্রম শুরু করেছে।

৫৬ \ বর্তমানে টিএন্ডটির টেলিফোন সংখ্যা প্রায় ৭ লক্ষ। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে সারা দেশে মোট পৌনে দুই লক্ষ নতুন ডিজিটাল টেলিফোন সংযোগ প্রদানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। তাছাড়া, ৬৪,৮০০ এনালগ টেলিফোন ডিজিটালে রূপান্তর করা হবে। ফলে দেশের কোন জেলা সদরে আর এনালগ টেলিফোন থাকবে না। ইতোমধ্যে ৫৯টি উপজেলা এনালগ এক্সচেঞ্জকে ডিজিটাল এক্সচেঞ্জে রূপান্তরিত করা হয়েছে। জুন, ২০০৩ নাগাদ আরো ১৪২টি উপজেলায় ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ চালু করা হবে। ঢাকাসহ বড় বড় শহরের টেলিফোন চাহিদা মেটানোর জন্য নতুন আরো পাঁচ লক্ষ টেলিফোন সংযোগ প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে। বর্তমান

সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর টেলিফোন সুবিধা জনগণের নিকট আরো সহজলভ্য করার জন্য এনডব্লিউডি এবং আইএসডি কলচার্জ ৪০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা হয়েছে। তাছাড়া ইন্টারনেট চার্জও ৫০ শতাংশ পর্যন্ত হ্রাস করা হয়েছে। টেলিফোনের সংস্থাপন চার্জও ব্যাপকভাবে হ্রাস করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ২০০১-০২ অর্থ বছরে সংশোধিত বাজেটে উন্নয়ন ও রাজস্ব খাতে টেলিযোগাযোগ উপখাতে মোট বরাদ্দ ছিল প্রায় ১,২০৬ কোটি টাকা। ২০০২-০৩ অর্থ বছরে এ বরাদ্দ ১,৪৪৩ কোটি টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি।

জনাব স্পীকার,

৫৭ \ রাষ্ট্রায়ত্ত খাত বর্তমানে মারাত্মক লোকসানের সম্মুখীন। বিগত সরকারের আমলে এই খাতের অব্যবস্থাপনা চরম পর্যায়ে পৌঁছায়। রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের এ দুরাবস্থা জাতির জন্য উদ্বেগজক। এই দুর্দশাগ্রস্থ অবস্থার অন্যতম কারণ হলো বেসরকারিকরণ নীতি বাস্তবায়নে মন্থরতা। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর বেসরকারিকরণ কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী বেসরকারিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়ায় শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের ন্যায়সঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়েও সরকার আন্তরিক। এ লক্ষ্যে বেসরকারিকরণের জন্য চিহ্নিত প্রতিষ্ঠানসমূহ হতে যে সকল শ্রমিক, কর্মচারী ও কর্মকর্তা বিদায় নিবেন তাঁদের প্রাপ্য আর্থিক সুবিধা প্রদানের জন্য বাজেটে ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। প্রয়োজনে এই বরাদ্দ আরও বৃদ্ধি করা হবে।

জনাব স্পীকার,

৫৮ \ গত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে আর্থিক খাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছে এবং এ খাতে পূর্বে সূচিত সংস্কার কর্মসূচী বাস্তবায়নে অক্ষমতা এবং অনীহা প্রদর্শিত হয়েছে। ১৯৯৫ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ৫,৯৫৩ কোটি টাকা যা ২০০১ সালে দাঁড়িয়েছে

১২,২২৭ কোটি টাকায়। আরও লক্ষণীয় যে, ১৯৯৭ সালে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ যে ঋণ ও অগ্রিম প্রদান করেছে তার প্রায় ২৭ শতাংশ ইতোমধ্যে 'শ্রেণীবিন্যাসিত' হয়েছে। আর্থিক খাতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সরকার ইতোমধ্যে কতিপয় সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের খেলাপি ঋণ সমস্যা পর্যালোচনাপূর্বক যথাযথ সমাধান সম্পর্কে সুপারিশ পেশ করার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি গঠন করা হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকসমূহের উপর বাংলাদেশ ব্যাংকের তদারকি ক্ষমতা জোরদার করা হবে এবং এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক আইন, ব্যাংকিং কোম্পানি আইন এবং বাংলাদেশ ব্যাংকস (ন্যাশনালাইজেশন) আইন-এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হবে। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ১৯৯৬ সালে শেয়ার বাজারে সংঘটিত হয়েছে জঘন্যতম কেলেঙ্কারি; যার ফলে বিদেশে পাচার হয়েছে বিপুল পরিমাণ অর্থ এবং শেয়ার বাজারে বিনিয়োগকারীদের আস্থা হয়েছে বিনষ্ট। পুঁজিবাজারকে যথাযথভাবে পুনরুজ্জীবিত করার লক্ষ্যে সরকার শেয়ার লেনদেনে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠাসহ অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের উদ্যোগ নিয়েছে যার ফলে এই বাজারে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরে আসবে। এ ছাড়া পদ্মাসহ অন্যান্য তেল বিপনন কোম্পানিগুলির শেয়ার এবং বহুজাতিক কোম্পানীসমূহে সরকারের শেয়ার পুঁজিবাজারের মাধ্যমে বেসরকারিকরণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

জনাব স্পীকার,

৫৯ \ আমাদের বৈদেশিক মুদ্রানীতির উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে একটি বাস্তবানুগ ও নমনীয় বিনিময় হার নীতি অনুসরণ। এক্ষেত্রে ভবিষ্যতে আরো যুগোপযোগী সংস্কার করা হবে। বিশ্ববাণিজ্য সংস্থার সদস্য হিসাবে আমরা উদার বাণিজ্য নীতিতে বিশ্বাসী। এ লক্ষ্যে শুল্ক কাঠামোতে ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। আমদানি নীতি যথেষ্ট পরিমাণে অবাধ ও উদার করা হয়েছে। এর ফলে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা যথেষ্ট প্রতিযোগিতামূলক হবে এবং তুলনামূলকভাবে ক্রেতাসাধারণের স্বার্থ অধিক পরিমাণে সংরক্ষিত হবে। এ কারণে বাণিজ্য উদারীকরণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা হবে।

জনাব স্পীকার,

৬০ \ আগামী অর্থ বছরে বাজেট বাস্তবায়ন ও মনিটরিং পদ্ধতি জোরদার করা হবে এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে এ উদ্দেশ্যে কার্যকর অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রচলন করা হবে। বাজেটে ঘোষিত কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বক্ষেত্রে ব্যয়ের উপযোগিতা এবং গুণগত মানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা হবে যাতে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

জনাব স্পীকার,

৬১ \ বর্তমান সরকারের এই বাজেট প্রণয়নের প্রাক্কালে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মূল্যবান দিক নির্দেশনার জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বাজেট প্রণয়নের পূর্বে আমি মাননীয় মন্ত্রীবর্গ, সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ, সাংবাদিক, বিভিন্ন গোষ্ঠী/সংস্থা ও এনজিও প্রতিনিধি, খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ ও বিভিন্ন পেশাজীবীদের সঙ্গে বাজেট সম্পর্কে ব্যাপক ও নিবিড় মতবিনিময় করেছি। তাঁদের নিকট থেকে আমি মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ পেয়েছি এবং যতটা সম্ভব বাজেটে তা প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছি। আমি তাঁদের সকলকে বাজেট প্রণয়নে মূল্যবান অবদানের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করার জন্যও তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হবার আশা রাখি।

জনাব স্পীকার,

৬২ \ আমাদের রাজনীতি যেমন জনগণের জন্য, এই বাজেটেও তেমনি জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলনের চেষ্টা করেছি। যে দেশের প্রায় অর্ধেক জনগোষ্ঠী দারিদ্র সীমার নিম্নে সে দেশের সংগ্রাম হবে দারিদ্র

নিরসনের, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মুখে হাসি ফোটাবার, অর্থনৈতিক মুক্তির। এই সংগ্রাম শুধু ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের নয়, এই সংগ্রাম দলমত নির্বিশেষে সকল স্তরের জনসাধারণের। তাই এই সংগ্রামের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে দলমত নির্বিশেষে সকলকে আমাদের কাংখিত অগ্রযাত্রায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহবান জানিয়ে আমার বাজেট বক্তৃতার প্রথম পর্ব আপনার অনুমতি নিয়ে এখানে শেষ করছি।